বাংলাদেশের সংবিধান

এক নজরে সংবিধান রচনায় ১৯৭২ সালের ঘটনাবলি

১১ জানুয়ারি
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান "বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান আদেশ" জারি করেন

২৩ মার্চ
আবু সাঈদ চৌধুরী গণপরিষদ আদেশ জারি করেন

১০ এপ্রিল
গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়

১১ এপ্রিল
সংবিধান রচনা কমিটি গঠিত হয়

১৭ এপ্রিল
সংবিধান রচনা কমিটির প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়

১০ জুন
খসড়া সংবিধান অনুমোদন করে

১২ অক্টোবর
খসড়া সংবিধান গণপরিষদে উত্থাপন করা হয়

৪ নভেম্বর
খসড়া সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত ও পাস হয়

১৪ ও ১৫ ডিসেম্বর
গণপরিষদের সদস্যরা খসড়া সংবিধানে স্বাক্ষর করেন

১৬ ডিসেম্বর
বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর বা প্রবর্তিত হয় ও গণপরিষদ বিলুপ্ত হয়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে যুক্তরাজ্য ও ভারত সফর করে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি। পরের দিনই ১১ জানুয়ারি, ১৯৭২ "বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান আদেশ" জারি করেন।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন কর্তৃক বঙ্গবন্ধুকে সংবিধানের মূল কপি অর্পণ। সাথে ছিলেন আব্দুর রউফ, শিল্পী হাশেম খানসহ অন্যান্যরা।

গণপরিষদ

গণপরিষদ হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম আইন পরিষদ। ৭ ডিসেম্বর, ১৯৭০ থেকে ১ মার্চ, ১৯৭১ পর্যন্ত (উপনির্বাচনসহ) নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে ১৬৯ জন ও প্রাদেশিক পরিষদে ৩০০ জন মোট ৪৬৯ জন নির্বাচিত সদস্য নিয়ে গঠিত হয় বাংলাদেশের প্রথম ও একমাত্র গণপরিষদ। তবে সকলে গণপরিষদের সদস্য হতে পারেনি। কারণ মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হন ১২ জন, দালালির অভিযোগে বাদ পড়েন ৫ জন, দুর্নীতির দায়ে আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কার হন ৪৬ জন, পাকিস্তানে চলে যায় ২ জন এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন ১ জন, অর্থাৎ মোট ৬৬ জন বাদ পড়ে যান। ফলে গণপরিষদের মোট সদস্য দাঁড়ায় ৪০৩ জন।

আরো জানতে হবে

- **গণপরিষদ আদেশ জারি করেন-** বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী।
- **গণপরিষদে মোট সদস্য-** ৪০৩ জন।
- **প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন-** মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগিশ।
- **প্রথম অধিবেশনে স্পীকার ছিলেন-** শাহ আব্দুল হামিদ।
- **প্রথম অধিবেশনে ডেপুটি স্পীকার ছিলেন-** মোহাম্মদ উল্লাহ।
- **বাংলাদেশের সংবিধান দিবস-** ৪ নভেম্বর।
- **খসড়া সংবিধানে প্রথম স্বাক্ষর করেন-** শেখ মুজিবুর রহমান।
- **খসড়া সংবিধানে সর্বশেষ স্বাক্ষর করেন-** সদর উদ্দীন আহমেদ।
- **হস্তলিখিত সংবিধানে স্বাক্ষর করেননি-** সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত।

সংবিধান রচনা কমিটি

ড. কামাল হোসেন

- **সংবিধান রচনা কমিটির মোট সদস্য-** ৩৪ জন।
- **কমিটির সভাপতি ছিলেন-** ড. কামাল হোসেন।
- **একমাত্র মহিলা সদস্য-** রাজিয়া আক্তার বানু।
- **আওয়ামী লীগের সদস্য ছিলেন-** ৩৩ জন
- **একমাত্র বিরোধী দলীয় সদস্য ছিলেন-** সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত।
- **সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত'র রাজনৈতিক দল-** 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' (NAP)।

এক নজরে বাংলাদেশের সংবিধান

- সংবিধানের প্রকৃতি- লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয়।
- সংবিধানের শুরু- প্রস্তাবনা দিয়ে।
- সংবিধানের অভিভাবক/ব্যাখ্যাকারক/রক্ষক- সুপ্রিম কোর্ট।
- মূল সংবিধান সংরক্ষিত আছে- শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরে।
- সংবিধানের ভাষা- ২টি (বাংলা ও ইংরেজি)।
- বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয়- ইংরেজিতে।
- বাংলাদেশের সংবিধান বাংলা অনুবাদ করেন- অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।
- সংবিধান সংশোধনীর জন্য প্রয়োজন- দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের।
- বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য- ১২টি।
- সংবিধানে মৌলিক অধিকার বিষয়ক অনুচ্ছেদ- ১৮টি।
- সংবিধানে নারী সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ- ১৯(৩), ২৮(২), ২৮(৩), ২৯(২), ৬৫(৩)।
- বিদেশিদের জন্য সংবিধানে মৌলিক অধিকার বিদ্যমান- ৬টি অনুচ্ছেদে।
- বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ দায়বদ্ধ- সংসদের নিকট।

সংখ্যাতত্ত্বে সংবিধান

সংখ্যা	তথ্য	সংখ্যা	তথ্য
১	সংবিধানের প্রস্তাবনা	৩৪	সংবিধান রচনা কমিটির সদস্য
২	সংবিধানের ভাষা	৯৩	হস্তলিখিত সংবিধানের পৃষ্ঠা
৪	সংবিধানের মূলনীতি	১০৮	স্বাক্ষরসহ হস্তলিখিত সংবিধানের পৃষ্ঠা
৭	তফসিল/মৌলিক নীতি	১৫৩	অনুচ্ছেদ
১১	অধ্যায় বা ভাগ	৩৯৯	হস্তলিখিত মূল সংবিধানে স্বাক্ষরকারী
১৩	পরিচ্ছেদ	৩০০	সংবিধান অনুসারে নির্বাচিত সংসদ সদস্য
১৭	সংশোধনী	৪০৩	গণপরিষদের মোট সদস্য

সংবিধানে বর্ণিত ৭ টি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার

১. আইনের দৃষ্টিতে সমতা - ২৭ নং অনুচ্ছেদ
২. ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য নিষিদ্ধকরণ - ২৮ নং অনুচ্ছেদ
৩. সরকারি নিয়োগ লাভে সুযোগের ক্ষমতা - ২৯ নং অনুচ্ছেদ
৪. জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার সংরক্ষণ - ৩২ নং অনুচ্ছেদ
৫. গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ - ৩৩ নং অনুচ্ছেদ
৬. সংগঠনের স্বাধীনতা - ৩৮ নং অনুচ্ছেদ
৭. চিন্তাও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক স্বাধীনতা - ৩৯ নং অনুচ্ছেদ

সংবিধানের সাথে জড়িত ব্যক্তিত্ব

শেখ মুজিবুর রহমান	১১ জানুয়ারি, ১৯৭২ অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন।
আবু সাঈদ চৌধুরী	২৩ মার্চ, ১৯৭২ গণপরিষদ আদেশ জারি করেন।
মাওঃ আবদুর রশীদ তর্কবাগিশ	গণপরিষদের ১ম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।
শাহ আব্দুল হামিদ	গণপরিষদের প্রথম স্পীকার।
মোহাম্মদ উল্লাহ	গণপরিষদের প্রথম ডেপুটি স্পীকার।
ড. কামাল হোসেন	▪ সংবিধানের খসড়া গণপরিষদে উত্থাপন করেন। ▪ সংবিধান রচনা কমিটির প্রধান/সভাপতি। ▪ বাংলাদেশের সংবিধানের জনক/রূপকার/স্থপতি বলা হয়।
বেগম রাজিয়া আক্তার বানু	সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র মহিলা সদস্য।
সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত	সংবিধান রচনা কমিটির বিরোধী দলীয় (ন্যাপ) সদস্য, খসড়া সংবিধানে একমাত্র তিনিই স্বাক্ষর করেন নি।
আব্দুর রউফ	খসড়া সংবিধান হস্তলেখক।
জয়নুল আবেদীন	খসড়া সংবিধান অলংকরণ ও ডিজাইন করেন
শিল্পী হাসেম খান	নকশা ও অঙ্গসজ্জার সহযোগী।
অধ্যাপক আনিসুজ্জামান	সংবিধান পর্যালোচনায় প্রধান ভাষা বিশেষজ্ঞ।
আই গাথরি	একজন ব্রিটিশ আইনজীবী ও রচনা কমিটির বিদেশি বিশেষজ্ঞ।

সংবিধানের ৪টি মূলনীতি

মূলনীতি ১৯৭২	পরিবর্তিত মূলনীতি
১. ধর্মনিরপেক্ষতা	১. সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস।
২. বাঙালি জাতীয়তাবাদ	২. বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ।
৩. গণতন্ত্র	৩. গণতন্ত্র
৪. সমাজতন্ত্র	৪. অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় বিচার অর্থে সমাজতন্ত্র।

গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ তথ্য

- **বাংলাদেশ বিজয় লাভ করে-** ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
- **সংবিধান কার্যকর হয়-** ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২।
- **গণপরিষদের প্রথম সভাপতি-** মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগিশ।
- **গণপরিষদের প্রথম স্পীকার-** শাহ আব্দুল হামিদ।
- **গণপরিষদের প্রথম ডেপুটি স্পীকার-** মোহাম্মদ উল্লাহ।
- **জাতীয় সংসদের প্রথম স্পীকার-** মোহাম্মদ উল্লাহ।
- **জাতীয় সংসদের প্রথম ডেপুটি স্পীকার-** মোহাম্মদ বায়তুল্লাহ।
- **বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংবিধান-** ভারতের সংবিধান।
- **বিশ্বের সবচেয়ে ছোট সংবিধান-** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান।

ভুল নয়, সঠিক তথ্য জানুন: বাজারের প্রচলিত অনেক বইতে জাতীয় সংসদের প্রথম ডেপুটি স্পীকার দেয়া আছে আব্দুল মালেক উকিল। তথ্যটি ভুল আব্দুল মালেক উকিল একজন খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ ছিলেন। কিন্তু তিনি জাতীয় সংসদের প্রথম ডেপুটি স্পীকার ছিলেন না। জাতীয় সংসদের প্রথম ডেপুটি স্পীকার ছিলেন মোহাম্মদ বায়তুল্লাহ। যিনি ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত ডেপুটি স্পীকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

[তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া ও বাংলাপিডিয়া]

মাওঃ আবদুর রশীদ তর্কবাগিশ — গণপরিষদের প্রথম সভাপতি
শাহ আব্দুল হামিদ — গণপরিষদের প্রথম স্পীকার
মোহাম্মদ উল্লাহ্ — জাতীয় সংসদের প্রথম স্পীকার

★ জাতীয় সংসদের যিনি স্পীকার তিনিই সভাপতি।

সংবিধানের অনুচ্ছেদসমূহ

প্রথম ভাগ-প্রজাতন্ত্র

অনুচ্ছেদ	বিষয়
১ ***	প্রজাতন্ত্র
২ ***	প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা
২ক***	রাষ্ট্রধর্ম
৩***	রাষ্ট্রভাষা
৪***	জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক
৪ক***	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি স্থাপন
৫***	রাজধানী
৬***	নাগরিকত্ব
৭***	সংবিধানের প্রাধান্য
৭ক***	সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ, ইত্যাদি অপরাধ
৭খ	সংবিধানের মৌলিক বিষয়াবলী সংশোধন অযোগ্য।

দ্বিতীয় ভাগ-রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

অনুচ্ছেদ	বিষয়
৮***	মূলনীতিসমূহ
৯***	জাতীয়তাবাদ
১০***	সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি
১১***	গণতন্ত্র মানবাধিকার
১২***	ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা
১৩	মালিকানা নীতি
১৪	কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি
১৫	মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা
১৬	গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব
১৭***	অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা
১৮	জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা
১৮ক***	পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ ও উন্নয়ন
১৯***	সুযোগের সমতা
২০	অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম
২১	নাগরিক ও সরকারি কর্মচারীদের কর্তব্য

২২***	নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ
২৩	জাতীয় সংস্কৃতি
২৩ক***	উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি
২৪	জাতীয় স্মৃতিনিদর্শন প্রভৃতি
২৫	আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন

তৃতীয় ভাগ -মৌলিক অধিকার

অনুচ্ছেদ	বিষয়
২৬	মৌলিক অধিকারের অসামঞ্জস্য আইন বাতিল
২৭***	আইনের দৃষ্টিতে সমতা
২৮***	ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য
২৯***	সরকারি নিয়োগলাভে সুযোগের সমতা
৩০	বিদেশি খেতাব প্রভৃতি গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ
৩১***	আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার
৩২***	জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার-রক্ষণ
৩৩***	গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ
৩৪	জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধকরণ
৩৫	বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে রক্ষাকবচ
৩৬	চলাফেরার স্বাধীনতা
৩৭***	সমাবেশের স্বাধীনতা
৩৮***	সংগঠনের স্বাধীনতা
৩৯***	চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্-স্বাধীনতা
৪০***	পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা
৪১***	ধর্মীয় স্বাধীনতা
৪২***	সম্পত্তির অধিকার
৪৩	গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ
৪৪	মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ
৪৫	শৃঙ্খলামূলক আইনের ক্ষেত্রে অধিকারের পরিবর্তন
৪৬	দায়মুক্তি-বিধানের ক্ষমতা
৪৭	কতিপয় আইনের হেফাজত

চতুর্থ ভাগ -নির্বাহী বিভাগ

অনুচ্ছেদ	বিষয়
৪৮***	রাষ্ট্রপতি
৪৯***	ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার
৫০	রাষ্ট্রপতি-পদের মেয়াদ
৫১	রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি
৫২***	রাষ্ট্রপতির অভিশংসন
৫৩***	অসামর্থের কারণে রাষ্ট্রপতির অপসারণ
৫৪	অনুপস্থিতি প্রভৃতির কালে রাষ্ট্রপতি-পদে স্পীকার
৫৫	মন্ত্রিসভা
৫৬	মন্ত্রিগণ
৫৭	প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ
৫৮	অন্যান্য মন্ত্রীর পদের মেয়াদ
৫৯	স্থানীয় শাসন
৬০	স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা
৬১	সর্বাধিনায়কতা
৬২	প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগে ভর্তি প্রভৃতি
৬৩	যুদ্ধ
৬৪***	অ্যাটর্নি-জেনারেল

পঞ্চম ভাগ -আইনসভা

অনুচ্ছেদ	বিষয়
৬৫	সংসদ-প্রতিষ্ঠা
৬৬	সংসদে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা
৬৭	সদস্যদের আসন শূন্য হওয়া
৬৮	সংসদ সদস্যদের [পারিশ্রমিক] প্রভৃতি
৬৯	শপথগ্রহণের পূর্বে আসনগ্রহণ বা ভোটদান করিলে সদস্যের অর্থদণ্ড
৭০	রাজনৈতিক দল হইতে পদত্যাগ বা দলে বিপক্ষে ভোটদানের কারণে আসন শূন্য হওয়া
৭১	দ্বৈত-সদস্যতায় বাধা
৭২***	সংসদের অধিবেশন
৭৩***	সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও বাণী
৭৩ক	সংসদ সম্পর্কে মন্ত্রিগণের অধিকার
৭৪***	স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার
৭৫	কার্যপ্রণালী-বিধি, কোরাম প্রভৃতি
৭৬	সংসদের স্থায়ী কমিটিসমূহ

৭৭***	ন্যায়পাল
৭৮	সংসদ ও সদস্যদের বিশেষ-অধিকার ও দায়মুক্তি
৭৯	সংসদ-সচিবালয় (Secretariat of Parliament)
৮০	আইনপ্রণয়ন-পদ্ধতি
৮১	অর্থবিল
৮২	আর্থিক ব্যবস্থাবলীর সুপারিশ
৮৩	সংসদের আইন ব্যতীত করারোপে বাধা
৮৪	সংযুক্ত তহবিল ও প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব
৮৫	সরকারি অর্থের নিয়ন্ত্রণ
৮৬	প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসেবে প্রদেয় অর্থ
৮৭	বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি
৮৮	সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়
৮৯	বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি সম্পর্কিত পদ্ধতি
৯০	নির্দিষ্টকরণ আইন
৯১	সম্পূরক ও অতিরিক্ত মঞ্জুরী
৯২	হিসাব, ঋণ প্রভৃতির উপর ভোট
৯২ক	বিলুপ্ত
৯৩***	অধ্যাদেশ প্রণয়ন-ক্ষমতা

ষষ্ঠ ভাগ -বিচার বিভাগ

অনুচ্ছেদ	বিষয়
৯৪	সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠা
৯৫***	বিচারক নিয়োগ
৯৬	বিচারকদের পদের মেয়াদ
৯৭	অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিয়োগ
৯৮	সুপ্রীম কোর্টের অতিরিক্ত বিচারকগণ
৯৯	অবসর গ্রহণের পর বিচারকগণের অক্ষমতা
১০০	সুপ্রীম কোর্টের আসন
১০১	হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার
১০৩	আপীল বিভাগের এখতিয়ার
১০৪	আপীল বিভাগের পরোয়ানা জারী ও নির্বাহী
১০৫	আপীল বিভাগ কর্তৃক রায় বা আদেশ পুনর্বিবেচনা
১০৬	সুপ্রীম কোর্টের উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার
১০৭	সুপ্রিম কোর্টের বিধিপ্রণয়ন-ক্ষমতা
১০৮***	"কোর্ট অব রেকর্ড" রূপে সুপ্রীম কোর্ট
১০৯	আদালতসমূহের উপর তত্ত্বাবধায়ন ও নিয়ন্ত্রণ
১১০	অধস্তন আদালত হইতে হাইকোর্ট বিভাগে মামলা স্থানান্তর

১১১	সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বাধ্যতামূলক কার্যকরতা
১১২	সুপ্রীম কোর্টের সহায়তা
১১৩	সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারীগণ
১১৪	অধস্তন আদালতসমূহ প্রতিষ্ঠা
১১৫	অধস্তন আদালতে নিয়োগ
১১৬	অধস্তন আদালতসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা
১১৬ক	বিচারবিভাগীয় কর্মচারীগণ বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন
১১৭***	প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালসমূহ
	সপ্তম ভাগ- নির্বাচন
অনুচ্ছেদ	বিষয়
১১৮***	নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা
১১৯	নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব
১২০	নির্বাচন কমিশনের কর্মচারীগণ
১২১	প্রতি এলাকার জন্য একটিমাত্র ভোটার-তালিকা
১২২	ভোটার-তালিকায় নামভুক্তির যোগ্যতা
১২৩	নির্বাচন-অনুষ্ঠানের সময়
১২৪	নির্বাচন সম্পর্কে সংসদের বিধান-প্রণয়নের ক্ষমতা
১২৫	নির্বাচনী আইন ও নির্বাচনের বৈধতা
১২৬	নির্বাচন কমিশনকে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের সহায়তাদান
	অষ্টম ভাগ -মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
অনুচ্ছেদ	বিষয়
১২৭***	মহা হিসাব-নিরীক্ষক পদের প্রতিষ্ঠা
১২৮***	মহা হিসাব-নিরীক্ষকের দায়িত্ব
১২৯	মহা হিসাব-নিরীক্ষকের কর্মের মেয়াদ
১৩০	অস্থায়ী মহা হিসাব-নিরীক্ষক
১৩১	প্রজাতন্ত্রের হিসাব-রক্ষার আকার ও পদ্ধতি
১৩২	সংসদে মহার হিসাব-নিরীক্ষকের রিপোর্ট উপস্থাপন
	নবম ভাগ- বাংলাদেশের কর্ম বিভাগ
অনুচ্ছেদ	বিষয়
১৩৩	নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী
১৩৪	কর্মের মেয়াদ
১৩৫	অসামরিক সরকারি কর্মচারীদের বরখাস্ত প্রভৃতি
১৩৬	কর্মবিভাগ-পুনর্গঠন
১৩৭***	কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠা
১৩৮	সদস্য নিয়োগ
১৩৯	পদের মেয়াদ
১৪০	কমিশনের দায়িত্ব
১৪১	বার্ষিক রিপোর্ট

নবম ভাগ (ক) - জরুরী বিধানাবলী

অনুচ্ছেদ	বিষয়
১৪১ক***	জরুরী-অবস্থা ঘোষণা
১৪১খ	জরুরী অবস্থার সময় কতিপয় অনুচ্ছেদের বিধান স্থগিতকরণ

দশম ভাগ - সংবিধান - সংশোধন

অনুচ্ছেদ	বিষয়
১৪২***	সংবিধানের বিধান সংশোধনের ক্ষমতা।

একাদশ ভাগ - বিবিধ

অনুচ্ছেদ	বিষয়
১৪৩	প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি
১৪৪	সম্পত্তি ও কারবার প্রভৃতি-প্রসঙ্গে নির্বাহী কর্তৃত্ব
১৪৫	চুক্তি ও দলিল
১৪৫ক***	আন্তর্জাতিক চুক্তি
১৪৬	বাংলাদেশের নামে মামলা
১৪৭	কতিপয় পদাধিকারীর পারিশ্রমিক প্রভৃতি
১৪৮	পদের শপথ
১৪৯	প্রচলিত আইনের হেফাজত
১৫০	ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী
১৫১	রহিতকরণ
১৫২***	ব্যাখ্যা
১৫৩	প্রবর্তন, উল্লেখ ও নির্ভরযোগ্য পাঠ

সংবিধানের তফসিল ৭টি

তফসিল: তফসিল শব্দের বাংলা অর্থ বিবরণ। কোনো বিষয়ে আলোচনার পর সে আলোচনাকে পূর্ণাঙ্গ করার জন্য অতিরিক্ত বিবরণের প্রয়োজন হলে উক্ত অতিরিক্ত আলোচনাকে তফসিল বলে। বাংলাদেশের সংবিধানে তফসিল ৭টি-

নং	বিষয়বস্তু	সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ
প্রথম তফসিল	অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন।	৪৭নং অনুচ্ছেদ
দ্বিতীয় তফসিল	রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। (বর্তমানে বিলুপ্ত)	সংবিধান আইন'৭৫
তৃতীয় তফসিল	শপথ ও ঘোষণা।	১৪৮ নং অনুচ্ছেদ
চতুর্থ তফসিল	ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানবলী।	১৫০ (১) নং অনুচ্ছেদ
পঞ্চম তফসিল	১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণ।	১৫০ (২) নং অনুচ্ছেদ
ষষ্ঠ তফসিল	২৫ মার্চ মধ্যরাত শেষে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতা ঘোষণা।	১৫০ (২) নং অনুচ্ছেদ
সপ্তম তফসিল	১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র।	১৫০ (২) নং অনুচ্ছেদ

এক নজরে সংবিধানের সংশোধনীসমূহ

সংশোধনী	বিষয়বস্তু
প্রথম সংশোধনী (১৯৭৩ সালে)	• গণহত্যা বা যুদ্ধপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনে অন্যান্য অপরাধ এর দায়ে যে কোনো ব্যক্তির বিচার ও শাস্তির অনুমোদন।
দ্বিতীয় সংশোধনী (১৯৭৩ সালে)	• জরুরী অবস্থাকালীন সময়ে নাগরিকদের কতিপয় মৌলিক অধিকার স্থগিত করা হয়।
তৃতীয় সংশোধনী (১৯৭৪ সালে)	• ভারত-বাংলাদেশ স্থল সীমান্ত চুক্তি, ১৯৭৪ কার্যকর করার লক্ষ্যে সংবিধানে পরিবর্তন আনা হয়।
চতুর্থ সংশোধনী (১৯৭৫ সালে)	• সংসদীয় সরকারের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি সরকার ব্যবস্থা চালু। • বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তে একদলীয় ব্যবস্থা। • উপ-রাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি।
পঞ্চম সংশোধনী (১৯৭৯ সালে)	• সংবিধানের শুরুতে 'বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রাহিম' সংযোজন। **<u>এই সংশোধনীতে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি পরিবর্তন করে-</u>** • 'বাঙ্গলি' জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে 'বাংলাদেশি' জাতীয়তাবাদ প্রবর্তন। • 'ধর্মনিরপেক্ষতার' পরিবর্তে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর আস্থা ও বিশ্বাস' সংযোজন।
ষষ্ঠ সংশোধনী (১৯৮১ সালে)	• উপরাষ্ট্রপতির পদ থেকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের বিধান নিশ্চিত করণ।
সপ্তম সংশোধনী (১৯৮৬ সালে)	• সংবিধানের চতুর্থ তফসিল সংশোধন করা হয়।
অষ্টম সংশোধনী (১৯৮৮ সালে)	• রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে স্বীকৃতি। • ঢাকার বাইরে হাইকোর্টের ছয়টি বেঞ্চ স্থাপন। • Dacca এর পরিবর্তে Dhaka এবং Bengali এর পরিবর্তে Bangla করা হয়।
নবম সংশোধনী (১৯৮৯ সালে)	• রাষ্ট্রপতি এবং উপ-রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ ৫ বছর করা হয়। • রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা দুই মেয়াদে সীমাবদ্ধ করা হয়।
দশম সংশোধনী (১৯৯০ সালে)	• সংসদে ১০ বছরের জন্য ৩০ টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।
একাদশ সংশোধনী (১৯৯১ সালে)	• অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমেদের স্বপদে ফিরে যাবার বিধান প্রণয়ন।

দ্বাদশ সংশোধনী (১৯৯১ সালে)	• সংসদীয় সরকার পদ্ধতির পুনঃপ্রবর্তন। • উপ-রাষ্ট্রপতির পদ বিলুপ্ত করা হয়। নোট: দ্বাদশ সংশোধনীকে চতুর্থ সংশোধনীর বিপরীত সংশোধনী বলা হয়। ১৯৯১ সালে দ্বাদশ সংশোধনীকে আইনত রূপ দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বশেষ গণভোটের আয়োজন করা হয়।
ত্রয়োদশ সংশোধনী (১৯৯৬ সালে)	• অবাধ, সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য নির্দলীয় 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' ব্যবস্থার বিধান করা হয়।
চতুর্দশ সংশোধনী (২০০৪ সালে)	• রাষ্ট্রপতির প্রতিকৃতি ও প্রধামন্ত্রীর প্রতিকৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শন সম্পর্কিত বিধান। • সংসদে নারীদের জন্য ৪৫ টি সংরক্ষিত আসন বৃদ্ধি। • সুপ্রিম কোর্টের বিচারক, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এবং সরকারি কর্মকমিশনের সদস্যদের অবসরের বয়সসীমা বৃদ্ধি।
পঞ্চদশ সংশোধনী (২০১১ সালে)	• ১৯৭২ সালের সংবিধানের মূলনীতি (চালুসহ সংবিধান পুনঃমুদ্রণ ও সংশোধন) পুনর্বহাল করা হয়। • তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করা হয়। • সংরক্ষিত নারী আসন ৪৫ টি থেকে ৫০ টিতে বৃদ্ধি। • জাতির পিতার স্বীকৃতি ও প্রতিকৃতি সংরক্ষণ। • জাতির পিতার, ৭ই মার্চের ভাষণ, স্বাধীনতার ঘোষণা ও ঘোষণাপত্র যুক্ত। • সংবিধান সংশোধনে 'গণভোট' ব্যবস্থা বাতিল। • রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঘোষিত জরুরী অবস্থার মেয়াদকাল সর্বোচ্চ ৪ মাস করা হয়।
ষোড়শ সংশোধনী (২০১৪ সালে)	• বিচারপতিদের অভিশংসনের বা অপসরণের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের হাতে প্রদান করা হয়।
সপ্তদশ সংশোধনী (২০১৮ সালে)	• জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত ৫০টি আসনের মেয়াদ আরো ২৫ বছরের জন্য বৃদ্ধি করা হয়।

সাংবিধানিক পদসমূহ	সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান
১. রাষ্ট্রপতি	১. জাতীয় সংসদ সচিবালয়
২. প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রী	২. প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল
৩. অ্যাটর্নি জেনারেল	৩. নির্বাচন কমিশন
৪. সংসদ সদস্যগণ	৪. অ্যাটর্নি জেনারেল
৫. স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকার	৫. মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়
৬. ন্যায়পাল (Ombudsman)**	৬. সরকারি কর্ম কমিশন (PSC)
৭. প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারপতি	নোট: আইন বিভাগ (সংসদ), বিচার বিভাগ (আদালত) ও নির্বাহী বিভাগ (সচিবালয়) সরকারের বিভাগ হলেও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নয়।
৮. প্রধান নির্বাচন কমিশনার	
৯. মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক	
১০. সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান	

নোট: ন্যায়পাল (সংবিধিবদ্ধ) পদটি এখনও বাস্তবায়িত হয়নি।

দেশের প্রথম সাংবিধানিক পদে যারা ছিলেন

- প্রধান বিচারপতি- এ.এস.এম সায়েম।
- অ্যাটর্নি জেনারেল- এম.এইচ খন্দকার।
- জাতীয় সংসদের স্পিকার- মোহাম্মদউল্লাহ্।
- ডেপুটি স্পিকার- মোহাম্মদ বায়তুল্লাহ।
- প্রধান নির্বাচন কমিশনার- বিচারপতি মোহাম্মদ ইদ্রিস।
- মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক- ফজলে কাদের মো. আব্দুল বাকী।
- কর্ম কমিশনের প্রধান- ড. এ. কিউ এম বজলুর করিম।

সংবিধান অনুযায়ী শপথবাক্য পাঠ	
রাষ্ট্রপতি শপথবাক্য পাঠ করান	➤ প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের অন্যান্য সদস্যকে ➤ স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারকে ➤ প্রধান বিচারপতিকে
স্পীকার শপথবাক্য পাঠ করান	➤ রাষ্ট্রপতিকে ➤ সংসদ সদস্যদেরকে
প্রধান বিচারপতি শপথবাক্য পাঠ করান	➤ অন্যান্য বিচারপতিকে ➤ প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও কমিশনারগণকে ➤ সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দকে ➤ মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রককে
প্রধানমন্ত্রী শপথবাক্য পাঠ করান	➤ সিটি কর্পোরেশনের মেয়রকে ➤ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানকে

নোট: স্পীকারের অনুপস্থিতিতে সাংসদদের প্রধান নির্বাচন কমিশনার শপথ পড়াতে পারবেন।

সংবিধান অনুযায়ী পদত্যাগপত্র পেশ

- রাষ্ট্রপতি- স্পীকারের নিকট
- সংসদ সদস্য- স্পীকারে নিকট
- স্পীকার- রাষ্ট্রপতির নিকট
- প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীবৃন্দ- রাষ্ট্রপতির নিকট

সংবিধান অনুযায়ী বিভিন্ন পদের বয়সসীমা ও মেয়াদকাল

রাষ্ট্রপতি ◆ সর্বনিম্ন বয়স- ৩৫ বছর ◆ সর্বোচ্চ বয়স- ৭২ বছর ◆ মেয়াদকাল- কার্যভার গ্রহণ থেকে ৫ বছর	প্রধানমন্ত্রী ◆ সর্বনিম্ন বয়স- ২৫ বছর ◆ মেয়াদকাল- সংসদ অধিবেশনের ◆ প্রথম দিন থেকে পরবর্তী ৫ বছর
সংসদ সদস্য ◆ সর্বনিম্ন বয়স- ২৫ বছর ◆ মেয়াদকাল- সংসদ অধিবেশনের প্রথম দিন থেকে পরবর্তী ৫ বছর	প্রধান বিচারপতি ◆ সর্বোচ্চ বয়স- ৬৭ বছর ◆ মেয়াদকাল- ৬৭ বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত
প্রধান নির্বাচন কমিশনার ◆ সর্বোচ্চ বয়স- ৬৫ বছর ◆ মেয়াদকাল- কার্যভার গ্রহণ থেকে ৫ বছর অথবা ৬৫ বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত	সরকারি কর্ম কমিশনের (PSC) চেয়ারম্যান ◆ সর্বোচ্চ বয়স- ৬৫ বছর ◆ মেয়াদকাল- কার্যভার গ্রহণ থেকে ৫ বছর অথবা ৬৫ বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত

এই অধ্যায়ের সাথে জড়িত বিগত বছরের প্রশ্ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য ছিলেন? [DU খ' ২৩-২৪]
ক. রাজিয়া বানু খ. তোফায়েল আহমেদ
গ. মো. জিল্লুর রহমান ঘ. মো. আব্দুল হামিদ

০২. বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ বাংলাদেশের সংবিধানের যে তফসিলে বর্ণিত রয়েছে- [DU গ' ২১-২২]
ক. ৩য় খ. ৪র্থ গ. ৫ম ঘ. ৬ষ্ঠ

০৩. নিচের কোনটি ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানের মূলনীতি নয়? [DU গ' ২১-২২]
ক. জাতীয়তাবাদ খ. সাম্যবাদ গ. গণতন্ত্র ঘ. ধর্মনিরপেক্ষতা

০৪. 'কোর্ট অব রেকর্ড বলা হয় যে আদালতকে'- [DU খ' ২০-২১]
ক. সুপ্রিম কোর্ট খ. হাইকোর্ট গ. জজ কোর্ট ঘ. ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট

০৫. বাংলাদেশের সংবিধানের যে ভাগে মৌলিক অধিকার বর্ণিত আছে– [DU খ' ২০-২১]
ক. ১ম খ. ২য় গ. ৩য় ঘ. ৪র্থ

০৬. রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন হলো- [DU খ' ১৯-২০]
ক. সুপ্রিম কোর্টের রায় খ. সরকারি ডিক্রি
গ. সাংবিধানিক আইন ঘ. প্রশাসনিক প্রবিধান

০৭. বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির একমাত্র নারীসদস্য- [DU খ' ১৯-২০, DU ঘ' ১৬-১৭]
ক. আনোয়ারা বেগম খ. সুফিয়া কামাল
গ. সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী ঘ. ই.এ.বি. রাজিয়া আক্তার বানু

০৮. বাংলাদেশের সংবিধান কত তারিখে কার্যকর হয়েছে? [DU ঘ' ১৮-১৯]
ক. ৪ নভেম্বর ১৯৭২ খ. ৫ নভেম্বর ১৯৭২
গ. ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭২ ঘ. ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২

০৯. বাংলাদেশের সংবিধানের কোন ধারা অনুসারে সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান? [DU ঘ' ১৭-১৮]
ক. ৭ খ. ২৭ গ. ১১ ঘ. ১৭

১০. বাংলাদেশের সংবিধান মূলত____ ভাগে বিভক্ত? [DU খ' ১৭-১৮]
ক. ৯ খ. ১০ গ. ১১ ঘ. ১২

১১. বাংলাদেশের সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের কথা বলা হয়েছে? [39 BCS, DU ঘ' ০৮-০৯]
ক. ২২ খ. ২৭ গ. ১৮ ঘ. ১১৮

১২. মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা কোন্ ধরনের অধিকার? [DU 'খ' ০৯-১০]
ক. রাজনৈতিক খ. জন্মগত গ. সামাজিক ঘ. প্রাকৃতিক

১৩. বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন কয়টি? [DU ঘ' ০০-০১/DU খ' ১৩-১৪]
ক. ২টি খ. ৩টি গ. ৪টি ঘ. ৫টি

১৪. এ পর্যন্ত বাংলাদেশের সংবিধান কতবার সংশোধিত হয়েছে? [DU ঘ' ০৯-১০/ DU খ' ১৫-১৬]
ক. ১৩ খ. ১৫ গ. ১৪ ঘ. ১৬
নোট: বাংলাদেশের সংবিধান মোট ১৭ বার সংশোধিত হয়েছে; সর্বশেষ সংশোধন ২০১৮ সালে।

১৫. বাংলাদেশ সংবিধানের কোন সংশোধনীর মাধ্যমে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনসংখ্যা ৪৫-এ উন্নীত করা হয়? [DU খ' ০৬-০৭]
ক. একাদশ খ. দ্বাদশ গ. ত্রয়োদশ ঘ. চতুর্দশ

উত্তরমালা

১. ক	২. গ	৩. খ	৪. ক	৫. গ	৬. গ	৭. ঘ	৮. ঘ
৯. খ	১০. গ	১১. ক	১২. গ	১৩. ক	১৪. *	১৫. ঘ	

১৬. বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি সংক্রান্ত নির্দেশনা সংবিধানের কত অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে? (46 BCS)

ক. ২৫ খ. ২৬ গ. ২৭ ঘ. ২৮

১৭. বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির একমাত্র নারী সদস্য কে ছিলেন? (46 BCS)

ক. সাজেদা চৌধুরী খ. নুরজাহান মোর্শেদ
গ. রাফিয়া আক্তার ডলি ঘ. রাজিয়া বানু

১৮. বাংলাদেশ সংবিধানের কত নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেন? (46 BCS)

ক. ৯৫ খ. ৯৬ গ. ৯৭ ঘ. ৯৮

১৯. 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা' কথাটি সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে? (45 BCS)

ক. অনুচ্ছেদ: ২ খ. অনুচ্ছেদ : ৩ গ. অনুচ্ছেদ : ৪ ঘ. অনুচ্ছেদ : ৫

২০. ঐতিহাসিক ৭ মার্চে ভাষণ সংবিধানের কোন তফসিলে আছে? (45 BCS)

ক. চতুর্থ তফসিল খ. পঞ্চম তফসিল গ. ষষ্ঠ তফসিল ঘ. সপ্তম তফসিল

২১. বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী 'কোর্ট অব রেকর্ড' হিসাবে গণ্য- (45 BCS)

ক. লেবার কোর্ট খ. জজ কোর্ট গ. হাই কোর্ট ঘ. সুপ্রিম কোর্ট

২২. 'ধর্মীয় স্বাধীনতা' বাংলাদেশ সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত? (44 BCS)

ক. অনুচ্ছেদ ৩৮ খ. অনুচ্ছেদ ৫০ গ. অনুচ্ছেদ ৪১ ঘ. অনুচ্ছেদ ১০০

২৩. কোন নাগরিকের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী তিনি মামলা করতে পারেন? (44 BCS)

ক. ৪৪ খ. ৪৭ গ. ১০২ ঘ. ১০৩

২৪. বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি- (44 BCS)

ক. এককেন্দ্রিক খ. যুক্তরাষ্ট্রীয় গ. রাজতন্ত্র ঘ. রাষ্ট্রপতিশাসিত

২৫. কোনটি সাংবিধানিক পদ নয়? (43 BCS)

ক. প্রধান নির্বাচন কমিশনার খ. চেয়ারম্যান, পাবলিক সার্ভিস কমিশন
গ. চেয়ারম্যান, মানবাধিকার কমিশন ঘ. কনট্রোলার ও অডিটর জেনারেল

২৬. বাংলাদেশ সংবিধান হাতে লেখার দায়িত্ব কার ওপর ন্যস্ত ছিল? (43 BCS)

ক. হাশেম খান খ. এ. কে.এম. আব্দুর রউফ
গ. আবুল বারক আলভী ঘ. সমরজিৎ রায় চৌধুরী

২৭. বাংলাদেশ সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে 'বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি'-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে? (43 BCS)

ক. ৮১ খ. ৮৫ গ. ৮৭ ঘ. ৮৮

২৮. বাংলাদেশ সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করা হয়েছে? (43 BCS)

ক. ২৯(২) খ. ২৮(২) গ. ৩৯(১) ঘ. ৩৯(২)

২৯. তথ্য অধিকার আইন কোন সালে চালু হয়? (43 BCS)

ক. ২০০২ খ. ২০০৬ গ. ২০০৯ ঘ. ২০১১

৩০. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের খসড়া সর্বপ্রথম গণপরিষদে ১৯৭২ সালের কোন তারিখে উত্থাপিত হয়? (42 BCS)

ক. ১১ নভেম্বর খ. ১২ অক্টোবর গ. ১৬ ডিসেম্বর ঘ. ৩ মার্চ

৩১. কোন অনুচ্ছেদ বলে বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী পরিবর্তনযোগ্য নয়? [41 BCS]

ক. অনুচ্ছেদ ৭ খ. অনুচ্ছেদ ৭(ক) গ. অনুচ্ছেদ ৭(খ) ঘ. অনুচ্ছেদ ৮

উত্তরমালা

১৬. ক	১৭. ঘ	১৮. ক	১৯. খ	২০. খ	২১. ঘ	২২. গ	২৩. গ
২৪. ক	২৫. গ	২৬. খ	২৭. গ	২৮. খ	২৯. গ	৩০. খ	৩১. গ

৩২. বাংলাদেশের সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মূল বিষয় কী ছিল? [41 BCS]
ক. বহুদলীয় ব্যবস্থা খ. বাকশাল প্রতিষ্ঠা গ. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঘ. সংসদে নারী আসন

৩৩. সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদের আলোকে বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি পরিচালিত হয়? [41 BCS]
ক. অনুচ্ছেদ ২২ খ. অনুচ্ছেদ ২৩ গ. অনুচ্ছেদ ২৪ ঘ. অনুচ্ছেদ ২৫

৩৪. সংবিধানের কোন সংশোধনকে 'first distortion of constitution' বলে আখ্যায়িত করা হয়? [40 BCS]
ক. ৫ম সংশোধন খ. ৪র্থ সংশোধন গ. ৩য় সংশোধন ঘ. ২য় সংশোধন

৩৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রবর্তিত হয়- [40 BCS]
ক. ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ খ. ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ গ. ৭ মার্চ, ১৯৭২ ঘ. ২৬ মার্চ, ১৯৭৩

৩৬. সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে 'সরকার কর্ম কমিশন' (PSC) গঠনের উল্লেখ আছে? [42, 40, 37 BCS]
ক. ১৩৭ খ. ১৩৫ গ. ১৩৮ ঘ. ১৩৪

৩৭. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হবার ন্যূনতম বয়স- [38 BCS]
ক. ৩০ বছর খ. ৩৫ বছর গ. ৪০ বছর ঘ. ৪৫ বছর

৩৮. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান মতে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগের মেয়াদকাল- [38 BCS]
ক. ৩ বছর খ. ৪ বছর গ. ৫ বছর ঘ. ৬ বছর

৩৯. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কোন ধারায় সকল নাগরিককে আইনের দৃষ্টিতে সমতার কথা বলা হয়েছে? [38 BCS]
ক. ধারা ২৬ খ. ধারা ২৭ গ. ধারা ২৮ ঘ. ধারা ২৯

৪০. সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশি বলে পরিচিত হবেন? [26 BCS]
ক. ৬ (১) খ. ৬ (২) গ. ৭ ঘ. ৮

৪১. বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য ন্যূনতম বয়স কত বছর? [39, 18 BCS]
ক. ৩০ খ. ২৫ গ. ৩৫ ঘ. ৪০

৪২. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানের কততম সংশোধনীর মাধ্যমে রদ করা হয়েছে? [36 BCS]
ক. ১২ তম খ. ১৩ তম গ. ১৪ তম ঘ. ১৫ তম

মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা

৪৩. বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতি কয়টি? [MC 21-22]
ক. দশ খ. ছয় গ. চার ঘ. আট

৪৪. বাংলাদেশে কবে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়? [MC 20-21]
ক. ৬ এপ্রিল ১৯৭৩ খ. ৭ মার্চ ১৯৭৩ গ. ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩ ঘ. ১৯ এপ্রিল ১৯৭৩

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য চাকুরির পরীক্ষা

৪৫. সংবিধান বা শাসনতন্ত্র হচ্ছে- [জাবি-০৪-০৫/মেরিন একাডেমি ১৫-১৬]
ক. রাষ্ট্রের সাধারণ আইন খ. জরুরী আইন
গ. রাষ্ট্রের মৌলিক আইন ঘ. রাষ্ট্রের বিশেষ আইন

৪৬. বাংলাদেশ গণপরিষদের প্রথম স্পীকার কে ছিলেন? [রাবি-ইতিহাস, ০৮-০৯/জবি-ঘ, ০৫-০৬]
ক. শাহ্ আব্দুল হামিদ খ. সৈয়দ নজরুল ইসলাম
গ. জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ্ ঘ. জনাব তাজউদ্দীন

৪৭. বাংলাদেশের সংবিধান রচনা কমিটির সদস্য নিচের কতজন ছিলেন? [স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য সহকারী-১০]
ক. ১৪ জন খ. ২৪ জন গ. ৩৪ জন ঘ. ৪৪ জন

৪৮. সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদ 'চলাফেরার স্বাধীনতা' উল্লেখ রয়েছে? [মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক, ০৯]
ক. ৩৬ খ. ৩০ গ. ৩৭ ঘ. ৩১

উত্তরমালা

৩২. গ	৩৩. ঘ	৩৪. ক	৩৫. খ	৩৬. ক	৩৭. খ	৩৮. গ	৩৯. খ	৪০. খ
৪১. খ	৪২. ঘ	৪৩. গ	৪৪. খ	৪৫. গ	৪৬. ক	৪৭. গ	৪৮. ক	

জাতীয় সংসদ

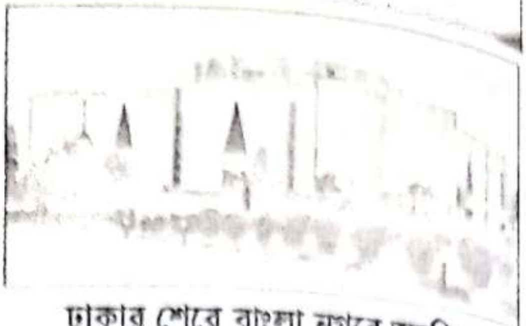

ঢাকার শেরে বাংলা নগরে অবস্থিত জাতীয় সংসদ ভবন দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম স্থাপত্যশৈলী।

- সংসদের মোট আসন- ৩৫০ টি।
- নির্বাচিত আসন- ৩০০ টি।
- সংরক্ষিত নারী আসন- ৫০ টি।
- সংসদের ১নং আসন- পঞ্চগড়।
- সংসদের ৩০০ নং আসন- বান্দরবান।
- মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন ছিল না- চতুর্থ সংসদে।
- সবচেয়ে কম মেয়াদকাল ছিল- ৬ষ্ঠ সংসদে।
- সংসদে কাস্টিং ভোট- স্পীকারের ভোট।
- সংসদে হুইপের কাজ- শৃংখলা রক্ষা করা।
- সংসদে ফ্লোর ক্রসিং- অন্য দলে যোগদান বা নিজ দলের বিপক্ষে ভোটদান।
- সংসদ আসন সবচেয়ে কম- রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি (প্রতিটিতে ১টি করে)
- জাতীয় সংসদে এ পর্যন্ত বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধান ভাষণ দেন- ২ জন।
  - ➢ যুগোশ্লোভিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট মার্শাল যোশেফ টিটো (১৯৭৪)।
  - ➢ ভারতের সাবেক প্রেসিডেন্ট ভি, ভি, গিরি (১৯৭৪)।

জাতীয় সংসদ পরিচালনা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্ব	
রাষ্ট্রপতি	জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহবান, মূলতবী, স্থগিত ও ভেঙ্গে দেয়ার এখতেয়ার রাখেন।
স্পীকার	জাতীয় সংসদ/আইনসভার সভাপতি। নিয়মিত ভাবে অধিবেশন বিল উত্থাপন ও আলোচনার সুযোগ করে দেয়া। প্রয়োজনে কাস্টিং ভোট প্রদান ক্ষমতা রয়েছে। সংসদীয় কার্য উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি।
ডেপুটি স্পীকার	স্পীকারকে অধিবেশন পরিচালনায় সহযোগিতা করা। স্পীকারের অনুপস্থিতিতে জাতীয় সংসদের সভাপতিত্ব করা। সংসদীয় স্থায়ী লাইব্রেরী কমিটির সভাপতি।
হুইপ	জাতীয় সংসদের সর্বাত্মক বিধি অনুযায়ী শৃংখলা রক্ষা করা এবং দলীয় ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন রাখা।
প্রধানমন্ত্রী	জাতীয় সংসদের নেতা।

সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি

- **বাংলাদেশের শাসনতান্ত্রিক প্রধান-** রাষ্ট্রপতি (ভারত ও ব্রিটেনের মত)।
- **রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন-** সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক প্রকাশ্য ভোটে।
- **সংসদীয় পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপ্রধান-** রাষ্ট্রপতি।
- **রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়-** রাষ্ট্রপতির নামে।
- **রাষ্ট্রপতির মেয়াদ-** ৫ বছর।
- **রাষ্ট্রপতি হতে বয়স লাগবে কমপক্ষে-** ৩৫ বছর।
- **রাষ্ট্রপতির শপথ বাক্য পাঠ করান-** স্পীকার।
- **রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ পত্র পেশ করবেন-** স্পীকার বরাবর।
- **রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতে দায়িত্ব পালন করবেন-** স্পীকার।
- **রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবার সাথে সাথে-** স্পিকারের পদ শূন্য হয়।
- **অধ্যাদেশ হলো-** বিশেষ আইন। রাষ্ট্রপতি নিজে যে আইন জারি করেন।
- **বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি-** শেখ মুজিবুর রহমান।
- **রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা যায়-** অভিশংসনের মাধ্যমে।
- **রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের জন্য স্পিকারের নিকট প্রদানের পর প্রস্তাবটি ভোটে দেয়া যাবে না-** ১৪ দিনের পূর্বে এবং ৩০ দিনের পর।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কাজ

- **আদালতের কোন এখতিয়ার নেই-** রাষ্ট্রপতির উপর।
- **অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন-** রাষ্ট্রপতি।
- **সংসদ অধিবেশন আহ্বান ও মূলতবী ঘোষণা করেন-** রাষ্ট্রপতি।
- **বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম কার নামে পরিচালিত হয়-** রাষ্ট্রপতি।
- **সরকারি কার্যাদি বন্টন ও পরিচালনার জন্য বিধিসমূহ বা নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করবেন-** রাষ্ট্রপতি।
- **রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ দেন-** নির্বাচনের পর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় এবং প্রতিবছর প্রথম অধিবেশনের সূচনায়।
- বাংলাদেশের বিরুদ্ধে স্থল, জল বা আকাশপথে প্রকৃত বা আসন্ন আক্রমণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে রক্ষা ও প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন- রাষ্ট্রপতি।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি

- **বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানিক রাষ্ট্রপতি-** বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী।
- **জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি-** ৩ জন।
  - ১ম- জিয়াউর রহমান
  - ২য়- বিচারপতি আব্দুস সাত্তার
  - ৩য়- হুসাইন মুহম্মদ এরশাদ
- **জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত প্রথম রাষ্ট্রপতি হন -** লে: জে: জিয়াউর রহমান।

সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী

- সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সরকার প্রধান এবং মন্ত্রিপরিষদের প্রধান- প্রধানমন্ত্রী।
- **প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা পরিচালনা করেন-** প্রধানমন্ত্রী।
- **প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভা সকল কাজের জন্য দায়ী-** জাতীয় সংসদের নিকট।
- **কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত হতে পারে না-** প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি ব্যতীত।
- **প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ-** ৫ বছর (তবে উত্তরাধিকারী দায়িত্ব নেয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকবেন)।
- **প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগের সাথে সাথে শূন্য হবে-** মন্ত্রিসভার সকলের মন্ত্রিত্ব পদ।
- **প্রধানমন্ত্রীকে বলা হয়-** ক্যাবিনেট তোড়ণের প্রধান স্তম্ভ বা Keystone of The Cbinet Arch.
- **প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ দেন-** রাষ্ট্রপতি (সংবিধানের ৫৬(৩) অনুচ্ছেদ বলে)।
- **বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী-** তাজউদ্দীন আহমেদ।
- **বাংলাদেশের প্রথম সাংবিধানিক প্রধানমন্ত্রী-** শেখ মুজিবুর রহমান।
- **বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী-** বেগম খালেদা জিয়া।
- **প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নাম-** প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (Prime Minister's Office)
- **প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অবস্থান-** তেজগাঁও, ঢাকা।
- **প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনের নাম-** গণভবন (শের-ই-বাংলা নগর)।

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কাজ

- **সমগ্র শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি-** প্রধানমন্ত্রী।
- **জাতির নেতা ও পথপ্রদর্শক-** প্রধানমন্ত্রী।
- **জাতীয় নিরাপত্তা ও জাতীয় সংহতির প্রতীক-** প্রধানমন্ত্রী।
- **মন্ত্রী পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন-** প্রধানমন্ত্রী।
- **জাতীয় সংসদ নেতা-** প্রধানমন্ত্রী।
- **বাংলাদেশের সরকার প্রধান-** প্রধানমন্ত্রী।
- **জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা-** প্রধানমন্ত্রী।
- মন্ত্রিসভার অধিবেশন আহ্বান, কর্মসূচি নির্ধারণ, অধিবেশন-সভা পরিচালনা, মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন ও বিভিন্ন দপ্তরের কার্যাবলী পরিচালনা করার দায়িত্ব- প্রধানমন্ত্রীর।
- **জাতীয় সংসদের পবিত্রতা, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা রক্ষার বিষয়ে স্পিকারকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেন-** প্রধানমন্ত্রী।
- **সংবিধান অনুযায়ী 'সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্রগণ্য' এবং 'মন্ত্রীরূপি তারকারাজির মধ্যে বিরাজমান চাঁদ' হলেন-** প্রধানমন্ত্রী।

Warrant of Precedence অনুযায়ী পদমর্যাদায় প্রথম ১০ জন

- **প্রথম**- রাষ্ট্রপতি (রাষ্ট্রপ্রধান)।
- **দ্বিতীয়**- প্রধানমন্ত্রী (সরকার প্রধান)।
- **তৃতীয়**- জাতীয় সংসদের স্পীকার
- **চতুর্থ**- প্রধান বিচারপতি এবং সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান।
- **পঞ্চম**- কেবিনেট মন্ত্রিবর্গ, চীফ হুইফ, ডেপুটি স্পীকার, সংসদে দলীয় নেতা।
- **ষষ্ঠ**- মন্ত্রির পদমর্যাদাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ, সিটি কর্পোরেশনের মেয়র।
- **সপ্তম**- বাংলাদেশে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত ও কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের হাই কমিশনারগণ।
- **অষ্টম**- প্রতিমন্ত্রীগণ, হুইপ, সংসদে বিরোধী দলের উপনেতা, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতিগণ।
- **নবম**- প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ, নির্বাচন কমিশনারগণ, সুপ্রিম ও হাইকোর্টের বিচারপতিগণ।
- **দশম**- প্রজাতন্ত্রের উপমন্ত্রীগণ।

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় সাম্প্রতিক বিষয়ে সর্বোচ্চ প্রস্তুতির জন্য পড়ুন-

"সাম্প্রতিক ক্যাপসুল"

"সাম্প্রতিক ক্যাপসুল" সিরিজের বইগুলো (১-৪টা) ঢাবি ভর্তি পরীক্ষার ৩-৪ মাস আগ থেকে ঢাবি'র ভর্তি পরীক্ষা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক শব্দ

শব্দ ও অর্থ	ব্যাখ্যা
Amicus Curiae (আদালতের বন্ধু)	আদালত যদি কোনো বিষয়ে না বোঝে অথবা আরো বোঝার বা জানার থাকলে কিংবা প্রয়োজন মনে করলে যে আইনজ্ঞদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করে, তখন ঐ আইনজ্ঞদের একত্রে 'অ্যামিকাস কিউরি' বলে।
Ombudsman (ন্যায়পাল)	পার্লামেন্টে কর্তৃক নিযুক্ত কমিশনার বা কর্মকর্তাকে ন্যায়পাল বলে। ১৯৮০ সালে ন্যায়পাল নিয়োগের কথা থাকলেও এখনো নিয়োগ হয়নি।
Floor Crossing/ Crossing the Floor (দল ত্যাগ)	'ফ্লোর ক্রসিং' হলো নিজ দলের বিপক্ষে ভোটদান বা অন্য দলে যোগদান। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'ফ্লোর ক্রসিং' করলে সেই সংসদ সদস্যের পদ শূন্য হয়ে যায়।
Casting Vote (সিদ্ধান্ত ভোট)	স্পিকারের ভোট।
Quorum (ন্যূনতম সদস্য)	বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ৬০ জনের কম উপস্থিত থাকলে স্পিকার বৈঠক স্থগিত বা বৈঠক মূলতবি ঘোষণা করেন।
Indemnity (দায়মুক্তি)	কাউকে অপরাধের দায় থেকে মুক্তি প্রদান।
Bill (আইনের খসড়া)	সরকারি বিল- মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত বিল।
	বেসরকারি বিল- এমপি কর্তৃক উত্থাপিত বিল।
	সংসদের কোনো সাধারণ সদস্য কোনো বিল উত্থাপন করতে চাইলে তাকে ১৫ দিনের লিখিত নোটিশ প্রদান করতে হয়।
ওয়াক আউট	সাধারণত বিরোধী দলের সদস্যরা সরকারি কোনো সিদ্ধান্ত কিংবা স্পীকারের রুলিং-এর প্রতিবাদে সংসদ থেকে বের হয়ে আসেন। সরকারি দলের সদস্যরাও ওয়াক আউট করতে পারেন। সংসদীয় গণতন্ত্রে ওয়াক আউট সদস্যদের অধিকার বলে স্বীকৃত।
সংসদ বর্জন	সংসদ সদস্যগণ নির্দিষ্ট দাবিতে অথবা স্পীকারের কোনো সিদ্ধান্তমত বা রুলিং-এর প্রতিবাদে কিংবা সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী দলের আন্দোলনের ভিত্তিতে সংসদের অধিবেশন বর্জন করতে পারেন।

এই অধ্যায়ের সাথে জড়িত বিগত বছরের প্রশ্ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'অ্যামিকাস কিউরি'র অর্থ কী? [DU খ' ২৩-২৪]
ক. আদালতের বন্ধু খ. আদালতের উপদেষ্টা
গ. বিজ্ঞ আদালত ঘ. আদালতের বিচারক

০২. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে কাস্টিং ভোট প্রদানের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন- [DU খ' ১৮-১৯]
ক. সংসদ নেতা খ. স্পীকার গ. বিরোধী দলনেতা ঘ. রাষ্ট্রপতি

০৩. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন কতটি? [DU ঘ' ১৭-১৮; MC 12-13]
ক. ৫০ খ. ৩০ গ. ৩৫ ঘ. ৪৫
নোট: পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা ৫০-এ উন্নতী করা হয়।

০৪. তৎকালীন পূর্ব বাংলার আইনসভা অবস্থিত ছিল? [DU ঘ' ০৮-০৯]
ক. শেরে বাংলা নগর খ. জগন্নাথ হলে গ. তেজগাঁয়ে ঘ.জগন্নাথ কলেজে

০৫. জাতীয় সংসদের প্রতীক কী? [DU ঘ' ০৯-১০]
ক. পাট খ. মসজিদ গ. ধানের শীষ ঘ. শাপলা ফুল

বি সি এস

০৬. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন কে? (45 BCS)
ক. রাষ্ট্রপতি খ. স্পীকার গ. চীপ হুইপ ঘ. প্রধানমন্ত্রী

০৭. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের প্রথম সংসদ নেতা কে? [41 BCS]
ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খ. মোহাম্মদউল্লাহ
গ. তাজউদ্দিন আহমদ ঘ. ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী

০৮. মাত্র ১টি সংসদীয় আসন– [37 BCS]
ক. লক্ষ্মীপুর জেলায় খ. মেহেরপুর জেলায় গ. ঝালকাঠি জেলায় ঘ. রাঙামাটি জেলায়

০৯. জাতীয় সংসদে 'কাস্টিং' ভোট কি? [37 BCS]
ক. সংসদ নেতার ভোট খ. হুইপের ভোট গ. স্পীকারের ভোট ঘ. রাষ্ট্রপতির ভোট

মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা

১০. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের অধিবেশন কে আহ্বান করেন? [MC 17-18]
ক. মাননীয় স্পীকার খ.মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গ.মাননীয় সংসদনেতা ঘ.মহামান্য রাষ্ট্রপতি

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য চাকুরির পরীক্ষা

১১. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবন উদ্বোধন করা হয়? [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে অধীন গুপ্ত সংকেত পরিদপ্তরের সাইফার অফিসার, ০৫]
ক. ২৮ জানুয়ারি, ২০০৫ খ. ২৮ জানুয়ারি, ১৯৮২
গ. ২৮ জানুয়ারি, ১৯৮৪ ঘ. ২৯ জানুয়ারি, ১৯৮৪

১২. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবনটি কত তলা বিশিষ্ট? [জবি খ, ১০-১১]
ক. ৭ তলা খ. ৮ তলা গ. ৯ তলা ঘ. ১০ তলা

১৩. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সর্বপ্রথম কোন বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান ভাষণ প্রদান করেন? [Sonali, Janata, Agrani and Rupali Bank Senior Officer, 98]
ক. ভারতীয় রাষ্ট্রপ্রধান খ. যুগোশ্লোভিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান
গ. শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপ্রধান ঘ. মাল্লীপের রাষ্ট্রপ্রধান

১৪. অনুসৃত নীতি ও কার্যাবলীর জন্য বাংলাদেশের কেবিনেট দায়ী থাকে- [PSC এর সহকারি সচিব-০৫]
ক. জনগণের কাছে খ. রাষ্ট্রপতির কাছে
গ. জাতীয় সংসদের কাছে ঘ. প্রধানমন্ত্রীর কাছে

উত্তরমালা

১. ক	২. খ	৩. ক	৪. খ	৫. ঘ	৬. ক	৭. ক	৮. ঘ
৯. গ	১০. ঘ	১১. খ	১২. গ	১৩. খ	১৪. গ		

বাংলাদেশে গণভোট ও নির্বাচন

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত মোট ৩ বার গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। যথা-

বিষয়	প্রথম গণভোট	দ্বিতীয় গণভোট	তৃতীয় গণভোট
অনুষ্ঠিত হয়	১৯৭৭ সালে	১৯৮৫ সালে	১৯৯১ সালে
ধরন	প্রশাসনিক	প্রশাসনিক	সাংবিধানিক

- **প্রথম গণভোটের লক্ষ্য-** প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাসন কার্যের বৈধতা দান।
- **দ্বিতীয় গণভোটের লক্ষ্য-** হু. মুহাম্মদ এরশাদের সমর্থন যাচাইয়ের লক্ষ্যে হ্যাঁ-না ভোট।
- **তৃতীয় গণভোটের লক্ষ্য-** সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী আইন প্রস্তাব।

তথ্য তরঙ্গে জাতীয় সংসদ নির্বাচন

- **প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়-** ৭ মার্চ, ১৯৭৩ সালে।
- **প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়-** ৩ জুন, ১৯৭৮।
- **প্রথম গণভোট অনুষ্ঠিত হয়-** ৩০ মে, ১৯৭৭।
- **প্রথম জাতীয় সংসদ আসন সংখ্যা ছিল-** ৩১৫ টি
- **মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন ছিল-** ১৫ টি।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার

তত্ত্বাবধায়ক সরকার হল- নির্বাচিত সরকারে পরিবর্তে সাময়িক সময়ের জন্যে প্রজাতন্ত্রের নিয়োজিত ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে প্রথম নির্বাচন ১৯৯১ সালে হলেও সাংবিধানিকভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বৈধতা পায় ১৯৯৬ সালে। ত্রয়োদশ সংশোধনীতে।

প্রথম প্রধান উপদেষ্টা
বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ

- **তত্ত্বাবাধায়ক সরকারের অধীনে প্রথম নির্বাচন হয়-** ১৯৯১ সালে।
- **প্রথম প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন-** বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ।
- **তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে মোট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়-** ৪টি।
  - প্রথম- ১৯৯১ সালে।
  - দ্বিতীয়- ১৯৯৬ সালে।
  - তৃতীয়- ২০০১ সালে।
  - চতুর্থ- ২০০৮ সালে।
- **সাংবিধানিক ভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে প্রথম নির্বাচন হয়-** ১৯৯৬ সালে।
- **প্রথম সাংবিধানিক প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন-** বিচারপতি হাবিবুর রহমান।
- **তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে নিয়োগ দান করেন-** রাষ্ট্রপতি।
- **তত্ত্বাবধায়ক সরকার তার কাজের জন্য দায়ী-** রাষ্ট্রপতির কাছে।
- **তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদকাল ছিল-** ৯০ দিন বা তিন মাস।
- **তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করা হয়-** পঞ্চদশ সংশোধনীতে, ২০১১।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. জাতীয় সংসদের ১ নং আসনটি বাংলাদেশের কোন জেলায়? [DU খ' ১১-১২]

ক. কক্সবাজার খ. পঞ্চগড় গ. চাঁপাইনবাবগঞ্জ ঘ. বরগুনা

০২. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ৩০০তম আসন কোনটি? [DU ঘ' ১০-১১]

ক. নেত্রকোনা খ. ঝিনাইদহ গ. নীলফামারী ঘ. বান্দরবান

০৩. বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন কবে হয়? [২৮ BCS/DU ঘ' ০৭-০৮/ইবি 'G' ১৫-১৬]

ক. ৭ মার্চ, ১৯৭৩ খ. ৫ মার্চ, ১৯৭৩ গ. ৬ এপ্রিল, ১৯৭৩ ঘ. ১১ এপ্রিল, ১৯৭৩

০৪. কোন সালে বাংলাদেশের নারীরা প্রথম ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়- [DU ঘ' ০৩-০৪]

ক. ১৯৯৫ খ. ১৯৯৬ গ. ১৯৯৭ ঘ. ১৯৯৮

০৫. বাংলাদেশে কয়টি জাতীয় সংসদ নির্বাচন তত্ত্বাধায়ক সরকারের অধীন অনুষ্ঠিত হয়েছে? [চবি-ঘ, ০৩-০৪]

ক. ৩ টি খ. ২ টি গ. ৪ টি ঘ. ৫ টি

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য চাকুরির পরীক্ষা

০৬. ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রথম ব্যবহার করা হয় কততম সংসদ নির্বাচনে- [রাবি-রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ০৮-০৯]

ক. ৭ম খ. ৮ম গ. ৯ম ঘ. ১০ম

০৭. বাংলাদেশে প্রথম গণভোট অনুষ্ঠিত হয় কোন সালে- [রাবি-রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ০৮-০৯]

ক. ১৯৭৬ খ. ১৯৭৭ গ. ১৯৭৮ ঘ. ১৯৭৯

০৮. বাংলাদেশে প্রথম উপজেলা নির্বাচন হয় কোন সালে? [থানা নির্বাচন অফিসার, ০৪]

ক. ১৯৮৩ খ. ১৯৮৪ গ. ১৯৮৫ ঘ. ১৯৮৬

০৯. কত তম জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য কোন সংরক্ষিত আসন ছিল না? [যবিপ্রবি 'ডি' ১৫-১৬]

ক. ২য় খ. ৩য় গ. ৪র্থ ঘ. ৫ম

১০. জনগণের সরাসরি ভোটে বাংলাদেশে প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কত সালে? [স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন করা তত্ত্বাবধায়ক, ০৫]

ক. ১৯৭৩ সালে খ. ১৯৭৮ সালে

গ. ১৯৭১ সালে ঘ. ১৯৮২ সালে

উত্তরমালা

১. খ	২. ঘ	৩. ক	৪. গ	৫. গ	৬. গ	৭. খ	৮. গ
৯. গ	১০. খ						

বাংলাদেশের বিভিন্ন কমিশন

সরকারি কর্ম কমিশন

- **সরকারি কর্ম কমিশন একটি-** সাংবিধানিক স্বাধীন ও স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান।
- **সংবিধানের যে অনুচ্ছেদ অনুসারে কর্ম কমিশনের কথা বলা আছে-** ১৩৭ নং।
- **সরকারি কর্ম কমিশনের প্রধানের পদবী-** চেয়ারম্যান।
- **প্রধানকে নিয়োগদান করেন-** রাষ্ট্রপতি।
- **কমিশনের সদস্যগণের পদমর্যাদা-** সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের সমান।
- **প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন-** ড. এ. কিউ. এম. বজলুল করিম।
- **উপমহাদেশে প্রথম সরকারি কর্মকমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়-** ১৯২৬ সালে।
- **সাবেক পূর্ব পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠিত হয়-** ১৯৪৭।
- **বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন অবস্থিত-** পুরাতন বিমান বন্দর, তেজগাঁও।
- **PATC হল-** Public Administration Training Centre.
- **PATC প্রতিষ্ঠিত হয়-** ১৯৮৪ সালে।
- **PATC বা লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অবস্থিত-** সাভার।

স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন

- **আইন জাতীয় সংসদে পাস হয়-** ২০০৪ সালে।
- **প্রধানের পদবি-** চেয়ারম্যান।
- **প্রথম চেয়ারম্যান-** বিচারপতি সুলতান হোসেন খাঁন।
- **কার্যালয়-** ঢাকার সেগুনবাগিচা।
- **গঠিত হয়-** দুর্নীতি দমন ব্যুরো এর পরিবর্তে।
- **দুর্নীতি দমন ব্যুরো বিলুপ্ত হয়-** ২০০৪ সালে।
- **স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠিত হয়-** ২০০৪ সালে।
- **সদস্যদের পদমর্যাদা-** হাইকোর্টের বিচারপতির সমান।
- **'স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন' এর অধীন প্রথম মামলা হয়-** বরিশালে।

দুর্নীতি দমন কমিশনকে সংক্ষেপে দুদক বলা হয়। একজন চেয়ারম্যান ও দুইজন কমিশনার নিয়ে দুদক কমিশন গঠিত হয়।

দুর্নীতি দমন কমিশন এর চেয়াম্যানগণ

- **প্রথম-** বিচারপতি সুলতান হোসেন খাঁন
- **দ্বিতীয়-** হাসান মশহুদ চৌধুরী
- **তৃতীয়-** গোলাম রহমান
- **চতুর্থ-** মোঃ বদিউজ্জামান
- **পঞ্চম-** ইকবাল মাহমুদ

দুদকের প্রথম চেয়ারম্যান
বিচারপতি সুলতান হোসেন খাঁন

নির্বাচন কমিশন

- **প্রতিষ্ঠা-** ৭ জুলাই, ১৯৭২; **সদর দপ্তর-** আগারগাঁও, ঢাকা।
- **কাজ-** নির্বাচন পরিচালনা; **মেয়াদ-** ৫ বছর।
- **ধরন-** সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান [সংবিধানের ১১৮(১)নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত]।
- **নির্বাচন কমিশন একটি-** স্বতন্ত্র, নিরপেক্ষ ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান।
- **মোট কমিশনার-** ৫ জন (প্রধান কমিশনার ও অনধিক ৪ জন কমিশনার নিয়ে গঠিত)।
- **কমিশনারগণ নিয়োগ পান-** রাষ্ট্রপতি কর্তৃক; **শপথ পাঠ করান-** প্রধান বিচারপতি।
- **দেশের প্রথম প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন-** বিচারপতি এম ইদ্রিস।
- **প্রথম নারী নির্বাচন কমিশনার ছিলেন-** কবিতা খানম।
- **অপারেশন নবযাত্রা হল-** ছবিসহ ভোটার তালিকা বা জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরী কর্মসূচি।
- **জাতীয় পরিচয়পত্রের মেয়াদ-** ১৫ বছর।
- **ভোটার তালিকাভুক্ত হতে হলে যোগ্যতা থাকতে হয়-**
  - বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।
  - বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর হতে হবে।
  - প্রয়োজন হলে অপ্রকৃতিস্থ নয় বলে আদালত কর্তৃক ঘোষিত হতে হবে।

স্বাধীন বিচার বিভাগ

- **গঠিত হয়-** ১ নভেম্বর, ২০০৭ সালে।
- **নির্বাহী বিভাগ হতে আলাদা করে স্বাধীন বিচার বিভাগ পৃথক করা হয়-** ১ নভেম্বর, ২০০৭।
- **বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের নাম-** সুপ্রিম কোর্ট।
- **সুপ্রিম কোর্টের স্থায়ী আসন-** ১টি, ঢাকায়।
- **সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির অবসরের বয়সসীমা-** ৬৭ বছর।
- **প্রধান বিচারপতির পরামর্শক্রমে অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগ করেন-** রাষ্ট্রপতি।
- **জেলা জজ হলেন-** জেলা আদালতের প্রধান বিচারক।
- **পারিবারিক আদালতের অধিক্ষেত্র গুলো-**
  - বিবাহ বিচ্ছেদ
  - দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার
  - দেনমোহরানা, ভরণ-পোষণ
  - অভিভাবকত্ব ও শিশুদের তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত মামলা।

বাংলাদেশের সরকারের ৩ বিভাগ

আইন বিভাগের কাজ

- ◆ আইন প্রণয়ন, আইন সংশোধন, আইন পরিবর্তন করা।
- ◆ সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তার কাজের জন্য আইন সভার নিকট দায়ী থাকে।
- ◆ বার্ষিক বাজেট পেশসহ যাবতীয় সরকারি নীতি নির্ধারণ।
- ◆ সংবিধান প্রস্তুত, সংশোধন, সংযুক্তি ও বিয়োজন করার ক্ষমতা।

শাসন বিভাগ বা নির্বাহী বিভাগের কাজ

- **আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন প্রয়োগ করে শাসনকার্য পরিচালনা করে-** শাসন বিভাগ বা নির্বাহী বিভাগ।
- সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের সদস্যরা (মন্ত্রী) আইন সভায় বিচারপতিদের নিয়োগ করে।
- রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষা, পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন।
- 'কর' ধার্য ও আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- রাষ্ট্রপতির সকল কাজই শাসন বিভাগের আওতাধীন বলে বিবেচিত।

> ➢ **রাষ্ট্র পরিচালনায় সরাসরি অংশ নিয়ে থাকে-** নির্বাহী বিভাগ।
> ➢ **নির্বাহী বিভাগের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ-** মন্ত্রিপরিষদ।
> ➢ **নির্বাহী বিভাগের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ-** আমলাবর্গ।
> ➢ **নির্বাহী বিভাগের সদস্যরা দায়বদ্ধ-** আইন পরিষদের নিকট।
> ➢ **নির্বাহী ক্ষমতা চর্চা করেন-** প্রধানমন্ত্রী।
> ➢ **মন্ত্রীদের নিয়োগ দেন-** রাষ্ট্রপতি। কিন্তু মন্ত্রীদের দপ্তর বণ্টন করেন প্রধানমন্ত্রী।

বিচার বিভাগের কাজ

- ◆ আইন অনুযায়ী মামলার বিচারকার্য করা।
- ◆ আইন ও সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান।
- ◆ সংবিধানের রক্ষক ও অভিভাবক।
- ◆ জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা।
- ◆ বিদেশি নাগরিককে নাগরিকত্ব প্রদান করা।

এই অধ্যায়ের সাথে জড়িত বিগত বছরের প্রশ্ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. বাংলাদেশে বিচার বিভাগ সরকারের নির্বাহী বিভাগ থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীন বিভাগ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে- [DU খ' ০৯-১০, ঘ' ০৭-০৮]

ক. ১লা নভেম্বর, ২০০৭ খ. ১লা নভেম্বর, ২০০৮
গ. ২১শে নভেম্বর, ২০০৭ ঘ. ১১ই ডিসেম্বর, ২০০৬

০২. সুপ্রিম কোর্টে বিভাগ আছে- [DU ঘ' ০২-০৩]

ক. ২ টি খ. ৩ টি গ. ১ টি ঘ. একটিও না

০৩. গণতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ- [DU খ' ইউনিট-১৪-১৫]

ক. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা খ. সংবাদপত্রের স্বাধীনতা
গ. বাক-স্বাধীনতা ঘ. জনগণের অংশগ্রহণ

বি সি এস

০৪. অ্যাটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রের কোন অংশের কর্মকর্তা? (46 BCS)

ক. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় খ. বিচার বিভাগ
গ. নির্বাহী বিভাগ ঘ. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

০৫. বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন কবে গঠিত হয়? (45 BCS)

ক. ৬ এপ্রিল, ১৯৭২ খ. ৭ এপ্রিল, ১৯৭২ গ. ৮ এপ্রিল, ১৯৭২ ঘ. ৫ মার্চ, ১৯৭২

০৬. কোনটি বিচার বিভাগের কাজ নয়? (45 BCS)

ক. আইনের প্রয়োগ খ. আইনের ব্যাখ্যা গ. সংবিধানের ব্যাখ্যা ঘ. সংবিধান প্রণয়ন

০৭. বাংলাদেশের প্রধান আইন কর্মকর্তা হলেন-(43 BCS)

ক. আইনমন্ত্রী খ. আইন সচিব
গ. অ্যাটর্নি জেনারেল ঘ. প্রধান বিচারপতি

০৮. বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সংবিধানের কত অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত? (37, 40, 42 BCS)

ক. ১৩৬ খ. ১৩৭ গ. ১৩৮ ঘ. ১৪০

০৯. বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেন কে? [39 BCS]

ক. রাষ্ট্রপতি খ. জাতীয় সংসদ
গ. প্রধানমন্ত্রী ঘ. স্পীকার

১০. বাংলাদেশের আপিল বিভাগের মোট বিচারক কতজন? [33 BCS]

ক. ১১ খ. ২১ গ. ৯ ঘ. ১৫

১১. প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগের বাইরে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ব্যতীত কোন কাজ এককভাবে করতে পারেন? [21 BCS]

ক. প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ খ. প্রধান বিচারপতি নিয়োগ
গ. অডিটর জেনারেল নিয়োগ ঘ. পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ

মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা

১২. সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের ফুল বেঞ্চ কয়জন বিচারপতি নিয়ে গঠিত হয়? [MC 04-05]

ক. ৯ জন খ. ১১ জন গ. ৭ জন ঘ. ৩ জন

উত্তরমালা

১. ক	২. ক	৩. ক	৪. গ	৫. গ	৬. ঘ	৭. গ	৮. খ
৯. ক	১০. ক	১১. খ	১২. খ				

বাংলাদেশের সরকার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা

বাংলাদেশ সচিবালয়

- মন্ত্রণালয় ও তার বিভাগসমূহের অফিসগুলোকে একত্রে বলা হয়- সচিবালয়।
- বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক স্নায়ু কেন্দ্র- সচিবালয়।
- মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধানকে বলে- সচিব।
- সচিব কাজ করেন- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর অধীনে।
- মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী কর্মকর্তাকে বলা হয়- মন্ত্রী।

সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের পদবী

- মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধানকে বলা হয়- সচিব।
- রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের প্রধান- মূখ্য সচিব।
- বিভাগের প্রশাসনিক প্রধানকে বলা হয়- বিভাগীয় কমিশনার।
- জেলা প্রশাসনের প্রশাসনিক প্রধানকে বলা হয়- ডেপুটি কমিশনার।
- উপজেলা প্রশাসনের প্রধানকে বলা হয়- উপজেলা নির্বাহী অফিসার।
- সিটি কর্পোরেশনের প্রধানের পদবী- মেয়র।
- পৌরসভার নির্বাহী প্রধানকে বলা হয়- মেয়র।
- ইউনিয়ন পরিষদের প্রধানের পদবী হল- চেয়ারম্যান।
- বাংলাদেশ সরকারের নির্বাহী প্রধান হলেন- প্রধানমন্ত্রী।
- পুলিশের সবচেয়ে বড় কর্মকর্তাকে বলা হয়- ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ।
- পুলিশ বিভাগের প্রধানকে বলা হয়- ডি. আই. জি।
- মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রধানকে বলা হয়- পুলিশ কমিশনার।

প্রশাসনিক কাঠামো বিন্যাস	স্থানীয় সরকার কাঠামো
মন্ত্রণালয় ↓	জেলা পরিষদ ↓
সংশ্লিষ্ট বিভাগ ↓	উপজেলা পরিষদ ↓
জেলা প্রশাসন ↓	ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা/থানা প্রশাসন	

স্থানীয় সরকারের স্তর বিন্যাস

ইউনিয়ন পরিষদ

- **প্রধানের পদবী-** ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান।
- **কার্যকাল-** ৫ বছর।
- **গঠিত হয়-** ১৩ জন সদস্য নিয়ে।
  - ১ জন চেয়ারম্যান
  - ৯ জন সদস্য
  - ৩ জন মহিলা সদস্য।
- **সংরক্ষিত মহিলা আসন রয়েছে-** ৩ টি।
- **মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের বিধান করা হয়-** ১৯৯৭ সালে।
- **বাংলাদেশের সর্বনিম্ন প্রশাসনিক স্তর-** ইউনিয়ন পরিষদ।

উপজেলা পরিষদ

- **প্রবর্তক-** হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ।
- **বিল পাস হয়-** ১৯৮২ সালে।
- **দেশের সকল থানাকে উপজেলায় রূপান্তরিত করা হয়-** ১৯৮৩।
- **প্রথম উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়-** ১৯৮৫ সালে।
- **জাতীয় সংসদে "উপজেলা পরিষদ বাতিল" বিলটি পাস হয়-** ১৯৯২ সালে।
- **উপজেলা ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা হয়-** ১৯৯৮ সালে।

জেলা পরিষদ

- **বাংলাদেশে বর্তমানে জেলা সংখ্যা-** ৬৪ টি।
- **দেশে পুরাতন জেলা বা মহকুমা ছিল-** ২১ টি।
- **জেলা পর্যায়ে স্থানীয় প্রশাসনের নাম-** জেলা পরিষদ।
- **স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ স্তর-** জেলা পরিষদ।
- **দেশের সকল মহকুমা জেলায় উন্নীত করা হয়-** ১৯৮৪ সালে।

পারিবারিক আদালতের অধিক্ষেত্র

- বিবাহ বিচ্ছেদ
- দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার
- মোহরানা, ভরণপোষণ
- শিশুর অভিভাবকত্ব ও তত্ত্বাবধান

সিটি কর্পোরেশন

- দেশে বর্তমানে সিটি কর্পোরেশন রয়েছে- ১২টি।
- সিটি কর্পোরেশনের প্রধানকে বলা হয়- মেয়র।
- দেশের প্রথম নারী সিটি মেয়র- সেলিনা হায়াৎ আইভী।
- ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচিত মেয়র- মোহাম্মদ হানিফ।
- ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে বিভক্ত করার অধ্যাদেশ জারি হয়- ৩০ ডিসেম্বর, ২০১১।
- বিভক্ত উত্তর ও দক্ষিণ ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- ২৮ মার্চ, ২০১৫।

এই অধ্যায়ের সাথে জড়িত বিগত বছরের প্রশ্ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. বাংলাদেশের প্রথম নারী মেয়র কে? [DU খ ১৯-২০]
ক. সেলিনা হায়াত আইভি খ. মেহের আফরোজ চুমকি
গ. পান্না কায়সার ঘ. কবরী সারোয়ার

০২. কোনটি সক্রিয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান? [DU খ ০৪-০৫, DU খ ৯৬-৯৭]
ক. জেলা পরিষদ খ. উপজেলা পরিষদ
গ. ইউনিয়ন পরিষদ ঘ. গ্রাম পরিষদ

বি সি এস

০৩. ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচিত মেয়র কে ছিলেন? [43 BCS]
ক. আনিসুল হক খ. সাঈদ খোকন
গ. সাদেক হোসেন খোকা ঘ. মোহাম্মদ হানিফ

০৪. বাংলাদেশে বর্তমান কয় স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালু আছে? [25, 18 BCS]
ক. ৩ খ. ৪ গ. ৫ ঘ. ৬

০৫. তিতাস উপজেলা কোন জেলায় অবস্থিত? [25 BCS]
ক. নোয়াখালী খ. কুমিল্লা গ. রংপুর ঘ. সিলেট

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য চাকুরির পরীক্ষা

০৬. কতজন প্রতিনিধি নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়? [উপজেলা ও থানা শিক্ষা অফিসার, ০৫]
ক. ১৩ জন খ. ১২ জন গ. ৯ জন ঘ. ১৫ জন

০৭. স্থানীয় সরকারের কোন স্তরে মহিলাদের ব্যাপক ক্ষমতায়নের সুযোগ রাখা হয়েছে? [থানা শিক্ষা অফিসার, ০৫]
ক. ইউনিয়ন পরিষদ খ. উপজেলা পরিষদ
গ. জেলা পরিষদ ঘ. গ্রাম সরকার

০৮. White Paper কী? [রাবি-রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ০৭-০৮]
ক. এক ধরনের আইন খ. উপ-সচিব
গ. সাদা চিঠি ঘ. সরকার কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য বিবরণী

উত্তরমালা

১. ক	২. গ	৩. ঘ	৪. ক	৫. খ	৬. ক	৭. ক	৮. ঘ